০২-০৭-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ড্রামার যথার্থ জ্ঞানেই তোমরা অচল - অটল এবং একরস থাকতে পারো, মায়ার ঝড় তোমাদের নাড়াতে পারবে না"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, দেবতাদের কোন্ মুখ্য গুণ তোমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া উচিত ?

উত্তর :-- প্রফুল্ল থাকা । দেবতাদের সর্বদা হাসিমুখে আনন্দিত দেখানো হয় । বাচ্চারা, তেমন তোমাদেরও সদা প্রফুল্ল থাকতে হবে, যাই হোক না কেন, তোমরা হাসিখুশী থাকো । কখনোই উদাস হওয়া বা ক্রোধ আসা উচিত নয় । বাবা যেমন তোমাদের ঠিক বা ভুল কি, তা বুঝিয়ে বলেন, কখনোই রাগ করেন না, উদাস হন না, বাচ্চারা, তেমন তোমরাও উদাস হবে না ।

ওম্ শান্তি । এই অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন । লৌকিক বাবা তো এমন কথা বলবেন না । তাদের তো খুব বেশী ৫ - ৭ টি বাচ্চা থাকে । এই যে সমস্ত আত্মারা, তারা নিজেদের মধ্যে হল ভাই - ভাই । এদের সকলের অবশ্যই একজন বাবা থাকবেন । এমন বলাও হয় যে, আমরা সব ভাই - ভাই । এ কথা সবার জন্য বলা হয় । যেই আসবে, তাকে বলা হবে, আমরা সব ভাই - ভাই । এই ড্রামার বাঁধনে তো সবাই আবদ্ধ, যেই ড্রামাকে কেউই জানে না । এই না জানাও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে, যা একমাত্র বাবা এসেই শোনান। কথা ইত্যাদি যখন বসে শোনানো হয় তখন বলা হয় ---পরমপিতা পরমাত্মায়ে নমঃ । এখন তিনি কে - এ কথা কেউই জানে না । মানুষ বলে থাকে, ব্রহ্মা দেবতা, বিষ্ণু দেবতা, শঙ্কর দেবতা, কিন্তু বুঝে কেউই বলে না । বাস্তবে ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হবে না । দেবতা বিষ্ণুকে বলা হয় । ব্রহ্মার কথা কেউই জানে না । বিষ্ণু দেবতা ঠিক আছে, শঙ্করের তো কিছুই পার্ট নেই । তাঁর তো কোনো বায়োগ্রাফি নেই, শিববাবার তো বায়োগ্রাফি আছে । তিনি আসনেই পতিতদের পবিত্র বানাতে আর নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে । এখন এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা আর সব ধর্মের বিনাশ হবে । তাহলে সকলে কোথায় যাবে ? শান্তিধাম । সকলের শরীরই তো বিনাশ হতে হবে । নতুন দুনিয়াতে কেবল তোমরা থাকবে । মুখ্য ধর্ম যা, তা তোমরাই জানো । সকলের নাম তো নেওয়া সম্ভব নয় । ছোটো - ছোটো ডালপালা তো অনেকই আছে । প্রথমে তো দেবী - দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলামী । এই কথা এক তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে নেই । এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে, তাই (কলকাতার শিবপুর বোটানিকল গার্ডেনের) বটগাছের উদাহরণ দেওয়া হয় । সম্পূর্ণ গাছটি দাঁড়িয়ে আছে । মূল নেই । এই বটগাছটির বয়স অনেক। আর সবথেকে বেশী আয়ু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের । এই ধর্ম যখন প্রায় লোপ হয়ে যায় তখন বাবা এসে বলেন, এখন এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ হতে হবে, এইজন্য ত্রিমূর্তিও বানানো হয়েছে কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, এরপর যখন সৃষ্টিতে আসে তখন দেবী দেবতা ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকে না । ভক্তি মার্গও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে । প্রথমে শিবের ভক্তি করা হতো তারপর দেবতাদের । এ তো ভারতেরই কথা । বাকিরা তো বুঝতে পারে যে, আমাদের ধর্ম, মঠ, পথ কবে স্থাপন হয় । আর্যরা যেমন বলে, আমরা অনেক পুরানো । বাস্তবে সবথেকে পুরানো হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম । তোমরা যখন কল্প বৃক্ষ সম্বন্ধে বোঝাও তখন নিজেরাই বুঝতে পারে, আমাদের ধর্ম অমুক সময় আসবে । সবাই

যে অনাদি – অবিনাশী পার্ট পেয়েছে, তা তো করতেই হবে, এতে কারোর দোষ বা ভুল বলা যাবে না । এ তো কেবল বোঝানো হয় যে পাপ আত্মা কেন হয়েছে । মানুষ বলবে, আমরা সব অসীম জগতের বাবার সন্তান, তাহলে সব ভাইরা কেন সত্যযুগে নেই ? তাদের তো ড্রামাতে তখন পার্টই নেই । এই অনাদি ড্রামা বানানো আছে, এতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, আর কোনো কথা বোলো না । তোমাদের চক্রও দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে তা ঘোরে । কল্প বৃক্ষের চিত্রও আছে কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে এর আয়ু কত । বাবা কারোর নিন্দা করেন না । এ কথা তো বোঝানো হয়, তোমাদেরও এই কথা বোঝানো হয় যে, তোমরা কত পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়েছো তাই ডাকতে থাকো -- হে পতিত পবন, এসো । প্রথমে তো তোমাদের সবাইকে পবিত্র হতে হবে । তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে অভিনয় করতে আসতে হবে । আত্মারা সকলেই উপরে থাকে । বাবাও উপরে থাকেন, তারপর তাঁকে সবাই ডাকে যে, এসো । এমনিতে তিনি ডাকলে আসেন না । বাবা বলেন যে, ড্রামাতে আমার পার্টও লিপিবদ্ধ আছে । লৌকিক ড্রামাতে যেমন বড় – বড় প্রধান অভিনেতাদের পার্ট থাকে, এ হলো তেমন অবিনাশী ড্রামা । সবাই এই নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ, এর অর্থ এই নয় যে, সবাই সূতোতে বাঁধা । তা নয় । এ কথা বাবা বোঝান । সেটা হলো জড় বৃক্ষ । বীজ যদি চৈতন্য হতো, তখন সে জানতো যে, কিভাবে এই বৃক্ষ বড় হবে আর ফল দেবে। মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের এ হলো চৈতন্য বীজ, একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয় । বাবা তো হলেন পূর্ণ জ্ঞানী (নলেজফুল) তাঁর এই বৃক্ষের পূর্ণ জ্ঞান আছে । এ হলো সেই গীতার জ্ঞান । নতুন কোনো কথা নয় । এখানে বাবা কোনো শ্লোক ইত্যাদি উচ্চারণ করেন না । ওরা তো গ্রন্থ পাঠ করে তারপর তার অর্থ বসে বোঝায় । বাবা বোঝান যে, এ হলো পড়া, এখানে শ্লোক ইত্যাদির দরকার নেই । দুনিয়ার ওই শাস্ত্রের পাঠে কোনো এইম অবজেক্ট বা লক্ষ্য নেই । এমন বলাও হয়ে থাকে যে, জ্ঞান – ভক্তি এবং বৈরাগ্য । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । সন্ন্যাসীদের হলো সীমিত জগতের (হদের) বৈরাগ্য আর তোমাদের হলো অসীম জগতের (বেহদের) বৈরাগ্য । শঙ্করাচার্য যখন আসেন, তখন তিনি শেখান সংসারের থেকে বৈরাগ্য । তিনিও শুরুতে শাস্ত্র ইত্যাদি শেখাতেন না । যখন অনেক বৃদ্ধি হতে শুরু করে তখনই তিনি শাস্ত্র লিখতে শুরু করেন । প্রথমে ধর্মস্থাপক একজনই হন, তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । তোমাদের এও বোঝাতে হবে । এই সৃষ্টিতে প্রথমে কোন ধর্ম ছিলো । এখন তো এখানে অনেক ধর্ম । আগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয় । বাচ্চারা, তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানার কারণে আস্তিক হয়ে যাও । নাস্তিক হলে কতো দুঃখ হয়, মানুষ অনাথ হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে লড়াই – ঝগড়া করতে থাকে । বলা হয়, তোমরা ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে লড়াই – ঝগড়া করছো, তোমাদের কি কোনো মালিক নেই ? এই সময় সকলেই অনাথ হয়ে যায় । নতুন দুনিয়াতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিলো, সেখানে অপার সুখ ছিলো । এখানে আছে অপরমপার দুঃখ । সে হলো সত্যযুগের আর এ হলো কলিযুগের – তোমাদের হলো এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ একটাই হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে পুরুষোত্তম বলা হবে না । এখানে থাকে অসুর আর ওখানে থাকে দেবতারা । তোমরা জানো যে, এ হলো রাবণ রাজ্য । রাবণের উপর গাধার মাথা দেখানো হয় । গাধাকে যতই পরিষ্কার করে তার উপর কাপড় রাখো না কেন, গাধা আবার মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে সব নোংরা করে দেয় । বাবা তোমাদের দেহ রূপী বস্ত্র স্বচ্ছ ফুলের মতো সুন্দর করেন, তারপর তোমরা রাবণ রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে অপবিত্র হয়ে যাও । তোমাদের আত্মা আর শরীর দুইই অপবিত্র হয়ে যায় । বাবা বলেন, তোমরা সমস্ত শৃঙ্গার হারিয়ে ফেলেছো । বাবাকে পতিত পাবন বলা হয়,

তোমরা ভর্তি সভায় বলতে পারো যে, আমরা স্বর্ণ যুগে কতো সুসজ্জিত ছিলাম, আমাদের এক নম্বর রাজ্য – ভাগ্য ছিলো । তারপর মায়া রূপী ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে ময়লা হয়ে গিয়েছি ।

বাবা বলেন, এ হলো অন্ধকার নগরী । মানুষ ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, যা কিছুই হয়েছে তা হুবহু রিপিট হবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই । পাঁচ হাজার বছরে কতো মিনিট, ঘন্টা, সেকেণ্ড, এক বাচ্চা এর হিসেব বের করে সব ধর্মের লোকেদের কাছে পাঠিয়েছিলো, এতেও বুদ্ধি ব্যর্থ করেছিলো । বাবা তো এমনিই বুঝিয়ে বলেন যে, দুনিয়া কিভাবে চলে ।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট – গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । তাঁর কাজ কেউই জানে না । তারা অনেক বড় বড় রূপ তৈরী করেছিলো কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই সরিয়ে দিয়েছে । বাবা আর ব্রাহ্মণদের যথার্থভাবে জানেই না । তাঁকে বলা হয় আদিদেব । বাবা বোঝান যে, আমি এই বৃক্ষের চৈতন্য বীজরূপ । এ হলো উল্টো বৃক্ষ । যে বাবা সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর, তাঁরই মহিমা করা হয় । আত্মা না থাকলে মানুষ চলতে – ফিরতেই পারবে না । গর্ভেও ৫ – ৬ মাস পর আত্মা প্রবেশ করে । এই নাটক ও পূর্ব থেকেই বানানো রয়েছে । এরপর আত্মা যখন শরীর থেকে বের হয়ে যায়, তখন সব শেষ । বাবাই এসে আমাদের অনুভব করান যে, আত্মা অবিনাশী, আত্মাই অভিনয় করে । আত্মা এতো ছোটো বিন্দু কিন্তু তার মধ্যেই অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । পরমপিতাও হলেন আত্মা, তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তিনিই আত্মার অনুভব করান । ওরা তো কেবল বলে দেয়, পরমাত্মা সর্বশক্তিমান, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময় কিন্তু কিছুই বোঝে না । বাবা বলেন যে, এ সবই ভক্তি মার্গে বর্ণনা করা হয়েছে আর শাস্ত্রে লিখে দেওয়া হয়েছে । অর্জুনের যখন সাক্ষাৎকার হয়েছিলো তখন বলেছিলো, আমি এতো তেজ সহ্য করতে পারছি না, তাই সেই কথাই মানুষের বুদ্ধিতে বসে গেছে । এতো তেজোময় যদি কারোর ভিতরে প্রবেশ করে তবে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে । জ্ঞান তো নেই, তাই না । তাই তারা মনে করে পরমাত্মা হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার চাই । ভক্তির ভাবনা ভিতরে বসে আছে, তাই তাদের তেমন সাক্ষাৎকারও হয় । যজ্ঞের শুরুর দিকে তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকে সাক্ষাৎকার করতো, চোখ লাল হয়ে যেতো । সাক্ষাৎকার করেছিলো তাই তারা এমন বলছে । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের কথা । তাই এই সবই বাবা বুঝিয়ে বলেন, এতে গ্লানি করার মতো কোনো কথা নেই । বাচ্চাদের সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে । এই নাটক তো পূর্ব থেকেই বানানো রয়েছে । আমাকে এতো গালি দেয়, তবুও আমি কি করি ? ক্রোধ আসে কি ! আমি বুঝতে পারি যে, ড্রামা অনুসারে এরা সবাই ভক্তি মার্গে আটকে আছে । এখানে অখুশি হওয়ার কোনো কথাই নেই । ড্রামা এমনই বানানো আছে । আমাকে খুব ভালোবেসে বোঝাতে হয় । বেচারা অজ্ঞান – অন্ধকারে রয়েছে, না বুঝলে দয়াও হয় । তোমাদের সর্বদা হাসিমুখে থাকা উচিত । এই বেচারারা স্বর্গের দ্বারে আসতে পারবে না, এরা সবাই শান্তিধামে যাবে । সকলে তো শান্তিই চায় । বাবাই সঠিক কথা বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা জানো যে, এই খেলা সম্পূর্ণ বানানো । এই ড্রামাতে প্রত্যেকেই পার্ট পেয়েছে, এতে অনেক অচল এবং স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন । যতক্ষণ না অচল, অটল, একরস অবস্থা না হবে ততক্ষণ পুরুষার্থ কিভাবে করবে ? যাই হোক না কেন, ঝড়ও যদি আসে তবুও তোমাদের স্থির থাকতে হবে । মায়ার ঝড় তো অনেকই আসবে এমনকি শেষ পর্যন্ত আসবে । তোমাদের অবস্থা মজবুত হওয়া চাই । এই হলো গুপ্ত পরিশ্রম । কোনো কোনো বাচ্চা পরিশ্রম করে ঝড়কে উড়িয়ে দিতে থাকে । যে যত বাবার কাছাকাছি থাকবে সে তত উঁচু পদ পাবে । রাজধানীতে তো অনেক পদই আছে ।

সবথেকে সুন্দর চিত্র হলো ত্রিমূর্তি, গোলা, আর ঝাড় (কল্প বৃক্ষ) । এগুলো শুরুর দিকে বানানো হয়েছিলো । বিদেশে সেবার জন্যও এই দুটি চিত্র নিয়ে যেতে হবে । এগুলো দেখেই ওরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । ধীরে ধীরে বাবা যেমন চান যে, এই চিত্র কাপড়ের উপর হোক, তাও তৈরী হতে থাকবে । তোমরা বোঝাবে যে, কিভাবে এই স্থাপনা হচ্ছে । তোমরাও যদি এই কথা বুঝতে পারো তাহলে নিজের ধর্মে উঁচু পদ পাবে । খ্রীষ্টান ধর্মে তোমরা যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে খুব ভালো করে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পবিত্র হয়ে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে । কখনোই মায়ার ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে শৃঙ্গার নষ্ট করে ফেলো না ।

২) এই ড্রামাকে যথার্থ ভাবে বুঝে নিজের অবস্থা অচল, অটল এবং স্থির বানাতে হবে । কখনোই ঝিমিয়ে যাবে না, সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

বরদান :-- সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মের ব্যর্থকে সমর্থে পরিবর্তনকারী হোলিহংস ভব

হোলিহংসের অর্থ হলো -- সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মের ব্যর্থকে সমর্থে পরিবর্তনকারী, কেননা ব্যর্থ হলো পাথরের মতো, পাথরের কোনো মূল্য থাকে না, রত্নের মূল্য হয় । হোলিহংস তৎক্ষণাৎ পরখ করে নিতে পারে যে, এটা কাজের জিনিস আর এটা কাজের নয় । কর্ম করতে করতে এই স্মৃতি যেন সর্বদা স্মরণে থাকে যে, আমরা রাজযোগী। জ্ঞানী আত্মারা নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের শক্তি সম্পন্ন। তাহলে ব্যর্থ আসতে পারবে না । এই স্মৃতিই তোমাদের হোলিহংস বানিয়ে দেবে ।

স্লোগান :-- যিনি নিজেকে স্বয়ং এই দেহ রূপী বাড়ীতে অতিথি মনে করেন, তিনিই নির্মোহী থাকতে পারেন ।